আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ৩২ | আগস্ট ২য় সপ্তাহ ২০২০ঈসায়ী

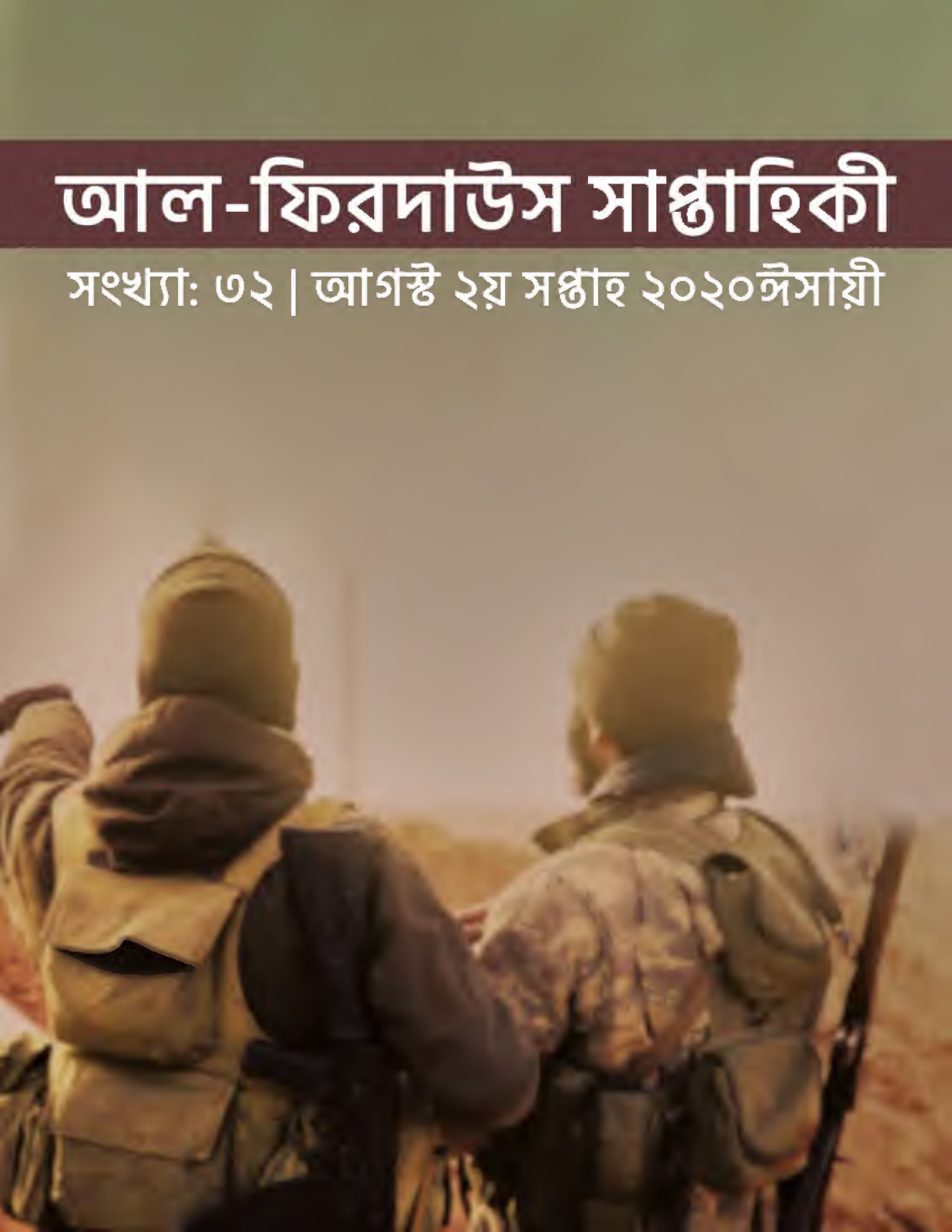

সূচী

ঈদের নামাজে মসজিদে তালা দিলো দখলদার ইসরাইল, গ্রেফতার ৬ নিরীহ ফিলিস্তিনি	০১
এরদোয়ানের চেহারা উন্মোচিত, জোরপূর্বক ৫০,০০০ উইঘুর মুসলিমকে চীনের কারাগারে প্রেরণ	০১
গুম, বন্দী আতংকে দিন কাটছে কাশ্মীরী মুসলিমদের, প্রিয়জনদের ফেরার অপেক্ষায় এক বছর	০২
ভারতে গোমাংস বহনের সন্দেহে, পুলিশের সামনেই মুসলিম চালককে পিটিয়ে হত্যা	০৩
শামে মুসলিম শিশুদের ঈদের খুশি ভাগাভাগি করলেন মুজাহিদগণ	০৪
আফ্রিকায় কুফফারদের ভুমিতে হামলা বিস্তৃত করেছেন আল কায়েদার মুজাহিদীন, কুফফার মেজরসহ নিহত আইএস খারিজীরাও	০৫
ইয়ামানে মুরতাদ হুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে আল কায়েদা মুজাহিদগণের তীব্র হামলা , বিমান ভূপাতিতসহ অনেক মুরতাদ হতাহত	০৬
যুদ্ধবিরতী শেষে মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলায় হতাহত ১৫ সন্ত্রাসী সেনা, তালেবানের উপপ্রধান এর সাথে সরাসরি কথা বলতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা	০৭

ফিলিস্তিন

ঈদের নামাজে মসজিদে তালা দিলো দখলদার ইসরাইল, গ্রেফতার ৬ নিরীহ ফিলিস্তিনি

ঈদের নামাজে বাধা দিতে মসজিদে ইব্রাহিমে তালা দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগিনেস্ট মুসলিমের বরাতে জানা যায়, ঈদের দিন সকালে অবরুদ্ধ পশ্চিম তীরের হেব্রন শহরে মসজিদ ইব্রাহিমে ঈদের নামাজ পড়তে বাধা দেয় সন্ত্রাসী ইসরাইলের সেনাবাহিনী।

সংস্থাটি জানিয়েছে মুসল্লিরা সকালে মসজিদে নামাজ পড়তে আসলে ইসরাইলের সন্ত্রাসী দখলদার সেনাবাহিনী নামাজ পড়তে বাধা দেয়। পরে মসজিদে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা। ফলে মসজিদে নামাজ পড়তে না পেরে মসজিদের বাহিরে নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা।

অন্যদিকে পবিত্র মসজিদুল আকসায় ঈদের নামাজ পড়তে আসা ৬ ফিলিস্তিনি মুসলিমকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনাবাহিনী।

শুক্রবার (৩১ জুলাই) ঈদুল আজহার নামাজ শেষে ফিলিস্তিনের আল আকসা প্রাঙ্গণে এই ঘটনা ঘটে।

ডাব্লিউএএফএর তথ্যমতে, ফিলিস্তিনিরা ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঈদের নামাজে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদুল আকসায় গমন করে।

ঈদের নামাজের খুতবায় জেরুসালেমের গ্রযান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, মসজিদুল আকসা এবং এর প্রাঙ্গণ একান্তই মুসলমানদের। কোনো সন্ত্রাসী ও দখলদারদের সাথে এটিকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার কোনো মানে হয় না। বৈদেশিক অবৈধ দখল থেকে এই পবিত্র ভূমি ও মসজিদকে রক্ষায় আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

উইঘুর মুসলিম

এরদোয়ানের চেহারা উন্মোচিত, জোরপূর্বক ৫০,০০০ উইঘুর মুসলিমকে চীনের কারাগারে প্রেরণ

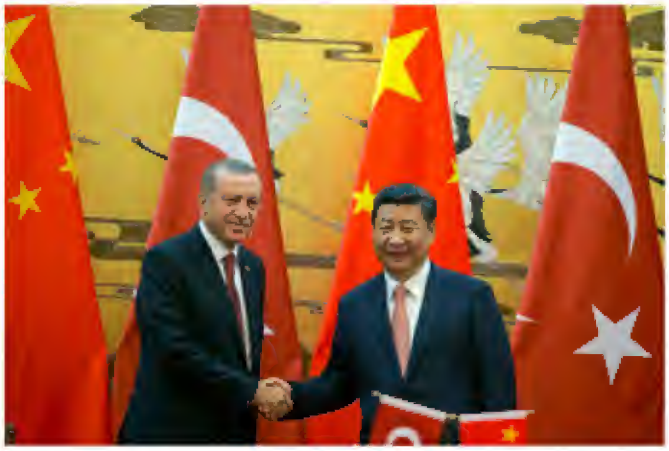

তুরস্কে আশ্রয় নেওয়া ৫০,০০০ উইঘুর মুসলিম শরণার্থীদের জোরপূর্বক কমিউনিস্ট চীন সরকারের কারাগারে প্রেরণ করেছে তথাকথিত মানবতার ফেরিওয়ালা মুনাফিক এরদোগান।

এরদোগানের প্রাক্তন সহযোগী ও প্রধানমন্ত্রী আহমেদ দাভোগোগলু এক ভিডিও কনফারেন্সে জানিয়েছে, কমিউনিস্ট চীনের জবরদখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর তুরস্কে আশ্রয় নেয়া ৫০ হাজার উইঘুর মুসলিমকে কমিউনিস্ট চীনের কাছে হস্তান্তর করেছে তারা।

উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপারে সচেতন কিছু সংবাদ মাধ্যম দাবি করছে যে, চীনের জবরদখলকৃত পূর্ব তুর্কিস্তান থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর কয়েক লক্ষাধিক উইঘুর মুসলিম তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছিল। যাদের মাঝে প্রায় এক লক্ষাধিক মুসলিমকে চীনের কাছে ইতিমধ্যে হস্তান্তর করেছে এরদোগান। তুরস্কে আশ্রয় নেয়া বাকি উইঘুরদেরকেও বন্দী করতে শুরু করেছে তুরস্ক। খুব শীঘ্রই তাদেরকেও সেই একই ভাগ্য বরণ করতে হবে যা প্রায় ২০ লাখ উইঘুর মুসলিমদের ভাগ্যে জুটেছিল। যাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সাম্যবাদী চীনের কারাগারে ধর্মান্তরিত ও প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হওয়া।

"দ্য টেলিগ্রাফ" এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, তাজিকিস্তানের মতো তৃতীয় দেশগুলির মধ্য দিয়ে উইঘুর শরণার্থীদের চীন দেশে ফিরত পাঠাচ্ছে তুরস্ক।

কয়েক দশক ধরে উইঘুর মুসলমানরা চীনের দমন নিপীড়ন ও জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে বাঁচতে তুরস্কে আশ্রয় নিচ্ছিলেন। তাদের অনেকেই আবারো পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন চীনের কারাগারগুলো থেকে। মিডিয়াতে দেওয়া তাদের সাক্ষাতকারগুলোতে বিভিন্ন সময় উঠে আসে নানাধরণের নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার মত ঘৃণ্য অপরাধসমূহ।

মানবতার ফেরিওয়ালা এরদোগান নিজেকে একজন বিশ্বব্যাপী ইসলামী নেতা হিসাবে পরিচয় দিলেও ইসলামের বিরুদ্ধে রয়েছে তার জঘণ্যতম অপরাধনামা। যার কার্যকারিতা ঘটানো হচ্ছে আফগানিস্তান, শাম, সোমালিয়া, মালি ও নাইজারে ক্রুসেডারদের পক্ষ্য নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে। একসময় মিডিয়ার সামনে উইঘুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে চীনা পদক্ষেপকে "গণহত্যা" বলে অভিহিত করলেও এখন সেই মুসলিমদেরকেই চীনের কাছে হস্তান্তর করছে এরদোগান।

কাশ্মীর

গুম, বন্দী আতংকে দিন কাটছে কাশ্মীরী মুসলিমদের, প্রিয়জনদের ফেরার অপেক্ষায় এক বছর

গত বছরের ৫ আগস্টে ভারতের সরকার অন্যায়ভাবে জম্মু এবং কাশ্মিরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা বাতিল করেছিল।

বিতর্কিত এই পদক্ষেপের আগে ভারতের মালাউন সরকার কাশ্মিরে হাজার হাজার মানুষকে আটকও করেছিলো। তাদের মধ্যে অনেকেই ভারতের নানা জায়গায় জেলে বন্দী রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে গুরুতর সব অভিযোগ।

৬ আগস্ট রাতে তাসলিমা ওয়ানি আর তার পরিবার ছিলেন গভীর ঘুমে। হঠাৎ দরোজায় জোরে জোরে ধাক্কার শব্দে জেগে উঠেন তারা।

তার আগের দিন দিল্লিতে ভারত সরকার এমন এক ঘোষণা দিয়েছেন, যা পুরো দেশকে স্তম্ভিত করে। যে সাংবিধানিক ধারা বলে জম্মু এবং কাশ্মিরকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, সেটি ভারতের উগ্রবাদী হিন্দুত্ববাদী সরকার বাতিল করে দেয়। জম্মু এবং কাশ্মির রাজ্যকে

দুই ভাগে ভাগ করে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। পুরো কাশ্মির উপত্যকা জুড়ে এক অভূতপূর্ব কারফিউ জারি করে বন্ধ করে দেয়া হয় সব ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা।

রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, অ্যাক্টিভিস্ট থেকে শুরু করে যাদের বিরুদ্ধেই কোন প্রতিবাদ-বিক্ষোভে যোগ দেয়ার অভিযোগ ছিলো, বা যাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করা হয় তাদেরকেই ধরা হয়েছে। কাউকে ধরে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেককে করা হয়েছে গৃহবন্দী।

এই ব্যাপক অভিযানে কত কাশ্মিরিকে আটক বা কারাবন্দী করা হয় তা স্পষ্ট নয়। গত বছরের ২০ নভেম্বর সরকার পার্লামেন্টে জানিয়েছিল আগস্টের ৪ তারিখ হতে তারা মোট ৫ হাজার ১৬১ জনকে গ্রেফতার করে। এদের কতজনের বিরুদ্ধে পাবলিক সেফটি অ্যাক্টে অভিযোগ আনা হয়েছে বা কতজন এখনো বন্দী তাও জানা যায়নি।

ভারত

ভারতে গোমাংস বহনের সন্দেহে, পুলিশের সামনেই মুসলিম চালককে পিটিয়ে হত্যা

গোমাংস নিয়ে যাচ্ছে এমন সন্দেহে এক ট্রাক চালককে পুলিশের সামনেই বেদম পেটাল গো-মূত্র পানকারী এক সন্ত্রাসী দল। স্রেফ সন্দেহের বশে ঘটা এমন নৃশংস ঘটনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আশপাশের মানুষ ও পথচারীরা। কেউ রোখার জন্য এগিয়েও এলেন না। কিন্তু ওই ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মহিষের মাংস।

গতো শুক্রবার সকালে ভারতের রাজধানী দিল্লির কাছেই গুরগাঁওতে ঘটে এই ঘটনা।

এনডিটিভির খবরে বলা হয়, ওই মুসলিম চালকের নাম লোকমান। তিনি পেশায় একজন ট্রাক চালক। গো পূজারীরা সন্দেহ করেন যে তিনি ট্রাকে করে গরুর মাংস নিয়ে যাচ্ছেন। এই সন্দেহে তাকে ধাওয়া করে খ্রিষ্টেনিং টাওয়ারের সামনে আটক করে। তারপরেই সেই মুসলিম ট্রাক চালককে নামিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়। তবে পরে পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, সেই মাংস ছিলো মোষের।

পুলিশ সূত্রে খবর থেকে জানা যায় লোকমানকে বাদশাহপুর গ্রামে নিয়ে আরও একবার প্রহার করা হয়েছিল।

২০১৫ সালে এভাবেই দাদরিতে গো-মাংস পাচার সন্দেহে আখলাক নামে এক মুসলিম প্রৌঢ়কে মালাউনরা পিটিয়ে মেরেছিল।

শামে মুসলিম শিশুদের ঈদের খুশি ভাগাভাগি করলেন মুজাহিদগণ

শামে আল-কায়েদা সমর্থিত জিহাদী জামা'আত "আনসার আল-ইসলাম" এর জানবায মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে মুসলিম শিশুদের নিয়ে এক আনন্দময় সময় কাটান আল কায়েদার মুজাহিদগণ। শত কষ্ট আর নিপীড়নের ভিতরেও মুসলিম শিশুদের খুশির কথা ভুলে যাননি আল্লাহর সৈনিকেরা। ঈদের নামাজের পর মুসলিম শিশুদের সাথে একান্তে আনন্দঘন অনেক ছবিও প্রকাশ করেছেন মুজাহিদগণ যার কিছু ছবি বাংলাদেশের আল ফিরদাউস ডট ওআরজি তে প্রকাশ পেয়েছে।

শিশুদের সাথে ঈদ আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিতে তাদেরকে বিভিন্নধরণের খেলনা উপহারও দেন মুজাহিদগণ। আবার সেই চিত্রগুলো ক্যামেরায় ধারণ করেছেন "আল-আনসার" মিডিয়া কর্মীরা।

এর মাধ্যমে মুসলিমদের দুঃখ-আনন্দে মুজাহিদদের একান্ত চিন্তাভাবনা আবারো ফুটে উঠলো।

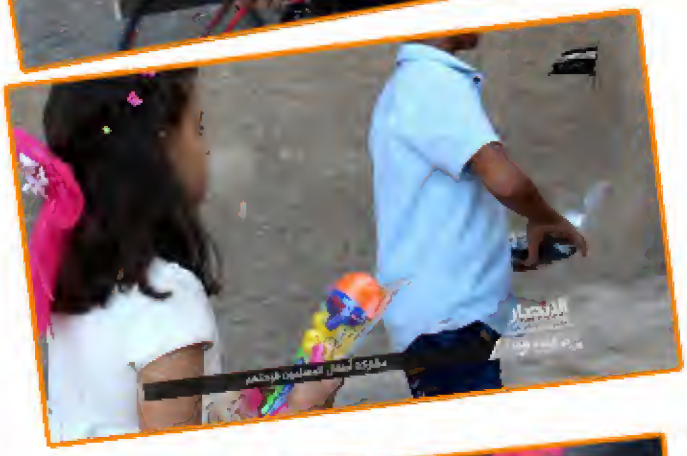

আফ্রিকা

আফ্রিকায় কুফফারদের ভুমিতে হামলা বিস্তৃত করেছেন আল কায়েদার মুজাহিদীন, কুফফার মেজরসহ নিহত আইএস খারিজীরাও

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সোমালিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এর পরিচালিত একটি হামলায় সোমালিয় মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি বিজয় করে নিয়েছেন। উক্ত হামলায় ১৫ সৈন্য নিহত এবং অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে।

"শাহাদাহ্ নিউজ" এর প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ৫ আগস্ট বুধবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোমালিয়ার বাইদাওয়ে শহরের "ডেনোনাই" অঞ্চলে মুরতাদ সোমালিয় সরকারী মিলিশিয়াদের একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন।

এসময় মুরতাদ বাহিনীর সহায়তার জন্য আসা মুরতাদ বাহিনীর অন্য একটি কাফেলাতেও হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর ১ জেনারেল ও ৪ সেনা অফিসারসহ ১৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরো কয়েক ডজন মুরতাদ সৈন্য । ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিকযান।

এভাবেই মুরতাদ বাহিনীর সাথে তীব্র লড়াইয়ের পর মহান রবের সাহায্যে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিটির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

এছাড়াও আল-কায়েদা মুজাহিদিনদের পরিচালিত আরেকটি শহিদী হামলায় কমপক্ষে ২৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের অফিসিয়াল "শাহাদাহ্ নিউজ" কর্তৃক প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর হামার-জাজাব জেলায় দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর একটি রেস্তোঁরায় শহিদী হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যার ফলে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর কমপক্ষে ৯ সৈন্য নিহত এবং ১৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে ।

অন্যদিকে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে মুজাহিদদের সাথে এক লড়াই সংগঠিত হয় খারেজী গোষ্ঠী আইএস

সন্ত্রাসীদের সাথে। এসময় মুজাহিদদের হাতে ১৪ আইএস সদস্য নিহত এবং ২২ আইএস সদস্য মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে।

আফ্রিকা ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম "আল-হারাক ও আস-সাগুর" মিডিয়ার প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, গত ৩১ জুলাই মালির "জুসী" অঞ্চলে আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ও খারেজী গোষ্ঠী আইএস সন্ত্রাসীদের সাথে একটি লড়াই সংগঠিত হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমগুলো জানায় যে, জারিসা অঞ্চলে বেশ কিছুদিন যাবত মুজাহিদদের সমর্থক সাধারণ মুসলিমদেরকে হত্যা ও তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করে আসছিল আইএস সন্ত্রাসীরা। এদিকে আল-কায়েদা মুজাহিদিনও আইএসদের অবস্থান ও গোপন ঘাঁটির সন্ধান চালাচ্ছিলেন।

এদিকে হঠাৎ গত ৩১ জুলাই জারিসা শহরের ভারী যুদ্ধাস্ত্রসহ সাধারণ মুসলিমদের উপর হামলা চালাতে আসে আইএস সদস্যরা, আর সংবাদটা খুব দ্রুতই পৌঁছে যায় আল-কায়েদা যোদ্ধাদের কাছে। সংবাদ পেয়েই মুজাহিদগণ পুলো এলাকা অবরুদ্ধ করে ফেলেন এবং আইএস সন্ত্রাসীদেরকে অস্ত্র আত্মসমর্পণের আহ্বান করেন। কিন্তু তারা সেটা না করে মুজাহিদদের লক্ষ্য করে ফায়ার করতে শুরু করে। ফলে মুজাহিদগণও আইএস সন্ত্রাসীদের উপর হামলা চালাতে বাধ্য হন।

পরে নিহত আইএস সন্ত্রাসীদের জানাযা শেষে মুসলিমদের কবরস্থানে মুজাহিদগণ তাদেরকে দাফন করেন।

এছাড়াও পশ্চিম আফ্রিকার দেশ শাদের "এনডাজামেনা" বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে রেফ্রিজারেশন ইউনিটে কর্মরত এক ফরাসী ক্রুসেডার সৈন্য মুজাহিদদের বোমা হামলায় নিহত হয়েছে।

"আফ্রিকা ইনফো" এর প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা গেছে, ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১লা আগষ্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শাদের রাজধানী "আহাদিয়ায়" সামরিক বাহিনীর গাড়িতে বোমা বিস্ফোরিত হয় "অ্যান্ডি ভিলার" নামক এক ফরাসি ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে।

বেসরকারি কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম দাবী করছে যে, শাদে সাম্প্রতিক সময় এধরণের হামলা বৃদ্ধি করেছে আল-কায়েদা শাখা "জিএনআইএম"। তারা ধারণা করছেন এই হামলাটিও আল-কায়েদা যোদ্ধাদেরই কাজ।

ইয়ামানে মুরতাদ হুতী বাহিনীর বিরুদ্ধে আল কায়েদা মুজাহিদগণের তীব্র হামলা , বিমান ভূপাতিতসহ অনেক মুরতাদ হতাহত

ইয়ামান

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্ এর জানবায মুজাহিদিন ও ইরানের মদদপোষ্ট মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের মাঝে সাম্প্রতিক সময় ইয়ামেনে এক তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে।

এরই ধারাবাকিতায় গত ২৯ জুলাই বুধবার ইয়ামানের কাইফা অঞ্চলে মুরতাদ হুতী বিদ্রোহীদের সাথে তীব্র লড়াই শুরু হয় আল-কায়েদা মুজাহিদদের। এসময় মুরতাদ হুতী বাহিনী স্থলপথে ভারি অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অভিযানের পাশাপাশি আকাশ পথেও মুজাহিদদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়। মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে উক্ত অভিযানে কোন মুজাহিদ হতাহত হননি।

বিপরীতে মুজাহিদদের কঠিন প্রতিরোধ যুদ্ধের ফলে স্থলপথের যুদ্ধে অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়িও। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর একটি বিমান ভূপাতিত করেছেন মুজাহিদগণ, আলহামদুলিল্লাহ্।

যুদ্ধবিরতী শেষে মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলায় হতাহত ১৫ সন্ত্রাসী সেনা, তালেবানের উপপ্রধান এর সাথে সরাসরি কথা বলতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ইমারতে ইসলামিয়ার ঘোষিত ৩ দিনের যুদ্ধবিরতি শেষে পুনরায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর উপর হামলা চালাতে শুরু করেছেন তালেবান মুজাহিদিন।

ইমারতে ইসলামিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ জানিয়েছেন, গত ৪ আগস্ট সন্ধ্যায় আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের "রাবাত সাংগি" জেলায় মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন তালেবান মুজাহিদিন।

এতে মুরতাদ বাহিনীর ২ টি ট্যাঙ্ক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং ১টি ট্যাঙ্ক আংশিক ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও উক্ত হামলায় ৯ সেনা নিহত ও ২ সেনা আহত হয়েছে। বিপরীতে মুজাহিদদের কোন ক্ষতিই হয়নি।

অন্যদিকে গত ৩ আগস্ট সন্ধ্যা বেলায় ইমারতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক কার্যালয়ের প্রধান মুহতারাম মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার (হাফিজাহুল্লাহ্) সহ তালেবানদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি কথা বলেছে দখলদার আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী "মাইক পম্পেও"।

কাতারে অবস্থিত ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজনৈতিক দপ্তরের মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ এ খবর নিশ্চিত করে এক টুইটার বার্তায় বলেছেন, ভিডিও কনফারেন্সে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও ও ইমারতে ইসলামিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী মুহতারাম মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার (হাফিজাহুল্লাহ্) সহ তালেবানদের প্রতিনিধি দল, আন্তঃ আফগান আলোচনার সূচনা এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিনিধি দলের সাথে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীও আন্তঃ আফগান আলোচনা শুরুর জন্য তালেবানদের অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দেওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে বাধ্য হয়।

এছাড়াও, উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঈদুল আযহা উপলক্ষে ইমারতে ইসলামিয়ার ঘোষিত যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়েছে।

এমন সময় উভয় দলের মাঝে এই কথোপকথন অনুষ্ঠিত হলো, যখন ক্রুসেডার আমেরিকার মদদপুষ্ট কাবুলের ঘানি সরকার ৪০০ কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদকে চুক্তির অনুযায়ী মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এদিকে তালেবান চুক্তি অনুযায়ী ঈদের আগেই কাবুল সরকারের ১০০০ কারাবন্দীকে মুক্তি দেয়া সম্পূর্ণ করেছেন। বিপরীতে কাবুল সরকার ৪৬০০ মুজাহিদকে

মুক্তি দেওয়ার পর বাকি কারাবন্দী মুজাহিদদের মুক্তি না দেওয়ার টালবাহানা করে যাচ্ছে। এদিকে তালেবান আন্তঃ আফগান আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে কাবুল সরকারের কারাগারগুলোতে আটক তাদের সব বন্দিকে মুক্তি দিতে বলেছেন।

ইমারতে ইসলামিয়াকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ২০০১ সালের শেষের দিকে আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছিল ক্রুসেডার আমেরিকা। কিন্তু প্রায় দুই দশকের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পরেও তাদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে। বিপরীতে তালেবান ২০০১ সালের পূর্বের তুলনায় এখন আরো শক্তিশালি, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত হয়েছে। পরাজিত হয়েছে অহংকারী ক্রুসেডার আমেরিকা। আর এখন ইমারতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করতে না পেরে আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার জন্য খোদ আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো একজন শীর্ষস্থানীয় মার্কিন কর্মকর্তা সেই তালেবানের সঙ্গে প্রকাশ্যে আলোচনা করতে বাধ্য হচ্ছে।

AL-FIRDAWS NEWS
আল-ফিরদাউস নিউজ

ভিজিট:

https://dawahilallah.com

https://alfirdaws.org

https://gazwah.net